রাষ্ট্র, নাগরিকতা ও আইন
State, Citizenship and Law

ইউনিট ৭

ভূমিকা : রাষ্ট্র হচ্ছে সর্ববৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্রের সবগুলো উপাদানের সমন্বয়ের জন্য কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন প্রয়োজন পড়ে। যেমন নাগরিকত্ব বিষয়টিও আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। তেমনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি, কার্যাবলি, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সবকিছুই আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়। এ ইউনিটে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উপাদান, কার্যাবলি, নাগরিক, নাগরিকত্ব, আইন, আইনের উৎস, প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১: রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি
পাঠ- ৭:২: নাগরিকতা
পাঠ- ৭.৩: আইন
পাঠ- ৭.৪: সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ- ৭.৫: বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ

পাঠ-৭.১ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কার্যাবলি
State and Functions of State

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- রাষ্ট্র কী তা বলতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- রাষ্ট্রের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্র, ভূখণ্ড, নাগরিক, সরকার, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রের কার্যালবলি, মানবকল্যাণ, সর্বজনীন, অভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক।

রাষ্ট্র সর্বজনীন ও সর্ববৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্র নাগরিকগণের বেঁচে থাকার জন্য নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়াও নাগরিকত্বের অপরিহার্য মর্যাদা দিয়ে থাকে। তবে আধুনিককালে রাষ্ট্রের যে রূপ দেখা যায় তা একদিনে সৃষ্টি হয় নি। এ নিয়ে নানা মতবাদ ও বিতর্ক রয়েছে। সমাজ বিকাশের অনেক পরে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বলে চিন্তাবিদরা মনে করেন। প্রাচীন গ্রীসে যে নগর রাষ্ট্রের ইতিহাস পাওয়া যায় তার সাথে আজকের রাষ্ট্রটির অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে রাষ্ট্র নামক এ প্রতিষ্ঠানটি অনেক বির্বতনের মধ্য দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে।

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণের সংজ্ঞা তুলে ধরা হল।

গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটল বলেন, "রাষ্ট্র হচ্ছে কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন।"
আর. ডব্লিউ. ডব্লিউস্টার এর মতে "রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক সংগঠিত জনসমষ্টি যা কোন সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডের অধিকারী এবং যার একটি স্বাধীন বা সার্বভৌম সরকার রয়েছে"।

অর্থাৎ রাষ্ট্র হল নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী এমন একটি জনগোষ্ঠী যাদেরকে পরিচালনার জন্য একটি সরকার এবং স্বীকৃতি স্বরূপ সার্বভৌমত্ব রয়েছে।

রাষ্ট্র গঠনের উপাদান

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রদত্ত রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের কয়েকটি উপাদান লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের মূল উপাদান চারটি। এগুলো হল- জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এদের যেকোন একটি অনুপস্থিত থাকলে রাষ্ট্র গঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

জনসমষ্টি: রাষ্ট্র গঠনের প্রথম ও প্রধান উপাদান হল জনসমষ্টি। জনসমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্র কেন কোন ধরনের সংগঠনই গঠন করা সম্ভব নয়। এই জনসমষ্টিই রাষ্ট্র গঠনের জন্য অন্যান্য উপাদানগুলো নিশ্চিত করে থাকে। একটি রাষ্ট্রের জনসমষ্টি কত হবে তার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম আবার কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেশি। প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রের জনসংখ্যার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ছিল না। তবে রাষ্ট্রচিন্তাবিদ এরিস্টটল বলেছেন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা তার ভূ-খন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ, চীনের বর্তমান জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি ভারতেও বর্তমান জনসংখ্যা ১৩১ কোটি; আবার ভ্যাটিকান সিটির ৫০০জন।

নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড: রাষ্ট্রের অপর অপরিহার্য উপাদান হল ভূখন্ড। কেননা একটি জনগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। যেমন যাযাবর আরব বেদুঈনদের স্থায়ী ভূখন্ড না থাকায় তারা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। রাষ্ট্র গঠনে ভূখন্ডের নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই তবে তা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া উচিত বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৩৮ লক্ষ বর্গমাইল;

অন্যদিকে নাউরুর আয়তন মাত্র ৮ বর্গমাইল। কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানও তার নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, দুটি মহাসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে বহি:শক্তির আক্রমণ থেকে বহুলাংশে নিরাপদ রেখেছে।

সরকার: রাষ্ট্রকে জীবদেহের সাথে তুলনা করলে, সরকার হল রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক। একটি জনসমষ্টি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাস করলে তাকে পরিচালনার জন্য একটি সরকার প্রয়োজন। সরকার হল রাষ্ট্রের নির্বাচিত বা অনির্বাচিত শাসকগোষ্ঠী। একটি রাষ্ট্রের সরকার কেমন হবে তা তাত্ত্বিকভাবে জনগণই ঠিক করে থাকে। এই সরকার যেমন গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক হতে পারে তেমনি আকারের দিক থেকে ছোট বা বড়ও হতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকারের সাধারণত নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ থাকে।

সার্বভৌমত্ব: সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ। সার্বভৌমত্বের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখন্ড ও সরকার থাকার পরও যদি তাদের সার্বভৌমত্ব না থাকে তবে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। যেমন ফিলিস্তিন জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট ভূখন্ড ও সরকার থাকারও পরও কেবল সার্বভৌমত্ব না থাকার কারণে তারা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি। সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য অনেক সময় চরম মূল্য দিতে হয়। সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য দ্বারাই অন্য সকল সংগঠন অপেক্ষা রাষ্ট্রকে আলাদা ও ক্ষমতাবান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

রাষ্ট্রের কার্যাবলি:

টমাস গ্রিণ বলেন "শক্তি নয় ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি"। মানুষ নিজেই তার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র নাগরিকগণের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। রাষ্ট্রের কার্যাবলি দুই প্রকার। যথা- (ক) অপরিহার্য কার্যাবলি (খ) ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

অপরিহার্য কার্যাবলি:

যে সকল কার্যাবলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও নাগরিকগণের সার্বিক জীবনের জন্য অবশ্যই করতে হয়, সেগুলোই অপরিহার্য কার্যাবলি। নিচে অপরিহার্য কার্যাবলি আলোচনা করা হল-

সার্বভৌমত্ব রক্ষা : বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। এ জন্য রাষ্ট্র তার সক্ষমতা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে পাশাপাশি বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করে।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা: প্রত্যেকটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য। জীবনের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারমূলক কাজ। এজন্য রাষ্ট্র পুলিশ বাহিনী কিংবা ফায়ার সার্ভিস বাহিনীর মত ব্যবস্থা গড়ে তুলে।

বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা : বর্তমানে প্রত্যেক রাষ্ট্রই একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসা-বাণিজ্য, নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি-সংহতি রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে পরস্পরের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এসব বিষয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ও স্মারক স্বাক্ষরের জন্য রাষ্ট্র নানাবিধ কাজ করে থাকে।

প্রশাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ: জনগণের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে। নির্দিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র এসব দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন শান্তি-শঙ্খলা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আইন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করাও রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। বেসামরিক প্রশাসনও নির্দিষ্ট আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

অর্থনৈতিক কার্যাবলি: রাষ্ট্রের কর্মযজ্ঞ পরিচালনার জন্য অর্থের সংস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য রাষ্ট্র প্রতি বছর একটি বাজেট প্রণয়ন করে। রাষ্ট্র বিভিন্ন খাজনা ও কর নির্ধারণ ও আদায় করে বাজেটের ব্যয় সংকুলান করে থাকে। এটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য আর্থিক কাজ।

রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ

আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর অনেক কল্যাণমূলক ভূমিকা রয়েছে। জনগণের সার্বিক কল্যাণে রাষ্ট্র নানাবিধ কাজ করে থাকে যে গুলোকে রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ বা কল্যাণমূলক কাজ বলা হয়। বর্তমান যুগে অবশ্য রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজগুলো তত্ত্বগতভাবে ঐচ্ছিক হলেও বাস্তবে অপরিহার্য কাজে পরিণত হয়েছে।

১. **শিক্ষা বিস্তার :** যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত ও স্বীকৃত। আধুনিককালে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের শত ভাগ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক বিভিন্নভাবে নারী-পুরুষ, শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করে। এ জন্য রাষ্ট্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানা ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে; শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

২. **স্বাস্থ্য-সেবা নিশ্চিত করা :** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য অন্যান্য বিষয়ের মত একটি সুস্থ-সবল জাতি অপরিহার্য। তাই জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসাপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং হোম স্থাপন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। তাছাড়া চব্বিশ ঘন্টা স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ইদানিংকালে রাষ্ট্র টেলিমেডিসিনের মতো নানা ধরনের কার্যক্রমও গ্রহণ করে থাকে। রাষ্ট্রগুলো তার অধিবাসীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে।

৩. **যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ :** স্থল, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। স্থল পথে সড়ক-জনপথ, রেলপথ নির্মাণ, আধুনিক ও আরামদায়ক পরিবহন সরবরাহ করা, নৌ-পথে লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, বিমানপথে যাত্রীবাহী ও মালবাহী বিমানের ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তির প্রয়োগ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গতিশীল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত রাষ্ট্র গঠনে অপরিহার্য।

এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার রক্ষা, শ্রমিক, বয়স্ক-দুস্থ-শিশুদের কল্যাণ ও সাহায্য প্রদান, জনহিতকর কাজ, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজগুলো চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র সর্বজনীন একটি প্রতিষ্ঠান যা জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব সমন্বয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রের নিকট থেকে নাগরিকের প্রত্যাশা অনেক। নাগরিকের প্রত্যাশা পূরণে রাষ্ট্র নানাবিধ কাজ করে থাকে। এ কাজগুলোকে অপরিহার্য ও ঐচ্ছিক এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সার্বভৌমত্ব রক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা হল অপরিহার্য কাজ। শিক্ষার বিস্তার বা স্বাস্থ্য সেবা দান হচ্ছে তত্ত্বগতভাবে ঐচ্ছিক কাজ বর্তমানে কালে অবশ্য এই কাজগুলো রাষ্ট্রের জন্য অবশ্যপালনীয় হিসাবে বিবেচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নয় কেন?

(ক) সার্বভৌমত্ব নেই (খ) সরকার নেই (গ) জনগণ নেই (ঘ) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই

২। রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন-

i. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা

ii. শিক্ষা বিস্তার

iii. জাতীয় সার্থ রক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক? এগুলো হল-

(ক) ঐচ্ছিক কাজ (খ) অপরিহার্য কাজ (গ) উভয়ই (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৭.২ নাগরিকতা
Citizenship

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নাগরিকতা কী বলতে পারবেন;
- নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন;
- নাগরিকতা বিলোপের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সুনাগরিকের গুনাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নাগরিক, অধিবাসী, স্বীকৃতি, অধিকার, মর্যাদা, জন্মসূত্র, অনুমোদনসূত্র, শর্ত, বিলোপ ইত্যাদি।

নাগরিকতা হল কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃত অধিবাসী হিসেবে একজন ব্যক্তির পরিচয়। কোন ব্যক্তি যখন কোন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে এবং রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তখনই তিনি একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নাগরিকের ধারণাটি মূলত প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে বসবাসকারী অধিবাসী থেকে এসেছে। তবে সেখানে সকল অধিবাসী নাগরিক হতে পারত না।

আধুনিক রাষ্ট্র আয়তন, জনসংখ্যা ও কার্যাবলির দিক থেকে অনেক বিশদ। বর্তমানকালে রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অধিবাসীদের পক্ষে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। তাই অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা নাগরিক হিসেবে মর্যাদা দানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিগুলো রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা কার্যকর হয়। আধুনিককালে নাগরিকতা অর্জনের দুটি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে। যথা- জন্মসূত্রে নাগরিকতা এবং অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ক) জন্মনীতি খ) জন্মস্থাননীতি

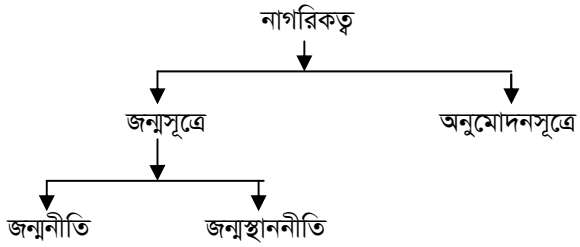

জন্মসূত্রে নাগরিক:

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই নীতি অনুসরণ করে। জন্মনীতির ক্ষেত্রে কোন শিশু তার পিতা-মাতার নাগরিকত্ব অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করে। অর্থাৎ কোন আমেরিকান দম্পত্তির সন্তান যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে আমেরিকার নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। অন্যদিকে কোন রাষ্ট্র যদি জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে তবে সে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করা সকল শিশুই তার নাগরিক হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশী দম্পতির সন্তান আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এ দুটি নীতিই অনুসরণ করে।

অনুমোদন সূত্রে: পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র অনুমোদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দিয়ে থাকে। যেমন - বাংলাদেশ। সাধারণত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। বিদেশী নাগরিক যদি কোন রাষ্ট্রের গুরুত্বর্পূণ অবদান রাখে তবে সে রাষ্ট্র তাকে নাগরিকত্ব দিতে পারে।

নাগরিকতা বিলোপের কারণ: নিম্নলিখিত কারণে কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব বিলোপ হতে পারে-

(ক) স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে
(খ) রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ করলে
(গ) অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে অনেকক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাগরিকত্ব বিলোপ হতে পারে
(ঘ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করলে

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য: নাগরিক প্রত্যয়টির সাথে রাষ্ট্র বিষয়টি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবার সাথে তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার লাভ করেন। যেমন;
রাজনৈতিক অধিকার: নাগরিক হিসেবে প্রধান অধিকার হল রাজনৈতিক অধিকার। এ অধিকারের ফলে রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেমন- ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচন করার অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক অধিকার: স্বাধীনভাবে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের অধিকার হল অর্থনৈতিক অধিকার। যেমন চাকরি লাভের অধিকার, ব্যবসা করার অধিকার ইত্যাদি।
সামাজিক অধিকার: সমাজে মানুষের মত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য এসব অধিকার গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- সংগঠন করার অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি।

এছাড়াও রাষ্ট্র নাগরিকদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে থাকে।
নাগরিক কর্তব্য: রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকগণ নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করে থাকে

(১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন
(২) কর ও খাজনা প্রদান
(৩) রাষ্ট্রীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন
(৪) দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা।

নাগরিক একটি আইনগত বিষয়। কোন অধিবাসী যখন এ মর্যাদা লাভ করে তখন তাঁর মধ্যে নাগরিকতার বোধ কাজ করাই সঙ্গত। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ একজন নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। একজন নাগরিক বিশেষ কোন যোগ্যতা ছাড়াই রাষ্ট্র প্রদত্ত নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি ছক আকারে দেখান।

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রত্যেকটি দেশের নাগরিকত্ব আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নাগরিকত্ব দুটি পদ্ধতিতে লাভ করা যায়। যথা- জন্মস্থাননীতি ও জন্মনীতি। যে পদ্ধতিতেই নাগরিক হোক না কেন একজন ব্যক্তি নাগরিক হিসেবে নানা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। মৌলিক ও মানবাধিকার এর অন্তর্গত। অপরদিকে প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, নিয়মিত কর প্রদানের মতো নানা ধরণের কর্তব্য পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নাগরিকতা কী ধরণের বিষয়?
(ক) সামাজিক (খ) রাজনৈতিক (গ) অর্থনৈতিক (ঘ) আইনগত

২। মুকুলের জন্ম আমেরিকায়। কিন্তু তার মা-বাবা বাংলাদেশি। মুকুলের নাগরিকত্ব কী হবে?
(ক) আমেরিকান (খ) বাংলাদেশি (গ) দ্বৈতনাগরিক (ঘ) নাগরিকত্ব নেই

পাঠ-৭.৩ আইন
Law

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- আইন কী তা বলতে পারবেন;
- আইনের উৎসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- আইনের প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন, নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, প্রথা, রীতি-নীতি, আইনসভা ইত্যাদি।

আইন হল বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আইন কেবল কোন নিয়ম-কানুন নয়। এ নিয়ম-কানুন অবশ্যই সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। আইন সকলের জন্য সমান ও অপরিবর্তনীয়। আইন হচ্ছে রাষ্ট্র অনুমোদিত এমন কিছু নিয়ম-কানুন যা স্থান, কাল, ব্যক্তিভেদে সমভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইন বিশেষজ্ঞগণ নানাভাবে আইন সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন:

জিওফ্রে বরার্টসনের মতে- আইন হল ''আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ম কানুনের প্রক্রিয়া যা সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণীত ও বলবৎ হয়।''

অর্থাৎ আইন হল স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে কার্যকর হয়। আইন স্থির, সুস্পষ্ট, সর্বজনীন, যুক্তিসঙ্গত ও গতিশীল।

আইনের উৎস ঃ আইনের প্রধান উৎসগুলো নিচে আলোচনা করা হল।

(১) প্রথা : বহুদিন ধরে সমাজে প্রচলিত আচার-আচরণ হল প্রথা। প্রথা মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রথা কখনো কখনো অবশ্য পালনীয় হয়ে উঠতে পারে। প্রথা থেকে আইন তৈরি হয়। যেমন, ব্রিটেনে আইনের অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রথা।

(২) **ধর্ম :** ধর্ম আইনের একটি প্রাচীন উৎস। যেমন বর্তমানে সৌদি আরব, ভ্যাটিকান সিটিসহ আরও বিভিন্ন রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক আইনে পরিচালিত হয়। সৌদি আরবে কোরআন এবং ভ্যাটিকান সিটিতে বাইবেলের বিধানই আইন।

(৩) **বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত :** বর্তমান কালের বিচারালয় এবং অতীতকালে কাজীর সিদ্ধান্ত আইনের উল্লেখযোগ্য উৎস। ভারতীয় উপমহাদেশে বাদশাহী আমলে রাজা-বাদশাগণ কাজীর অনেক মতামত আইন হিসেবে কার্যকর করতেন। বর্তমান কালেও দেখা যায় বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে আইন পরিষদে আইন হিসেবে গ্রহণ করেন।

(৪) **আইন সভা :** আধুনিককালে আইন প্রণয়ন জন্য আইন সভা রয়েছে। জনকল্যাণে প্রযোজ্য সব বিষয় নিয়ে আইন সভায় আলাপ-আলোচনা হয়। উত্থাপিত বিষয়টিকে বিল বলা হয়। এ বিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়। আইন সভাই বর্তমানে আইনের প্রধান উৎস।

(৫) **আইন গ্রন্থ :** বিভিন্ন সময়ে আইন বিশেষজ্ঞগণের প্রকাশিত পুস্তক থেকে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।

আইনের প্রকারভেদ

আইনের উৎস ও প্রয়োগের ক্ষেত্র অনুযায়ী আইন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে আইনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেন্ট টমাস একুইনাস আইনকে চারভাগে শ্রেণীকরণ করেছেন। (১) শ্বাশত আইন (২) প্রাকৃতিক আইন (৩) ঐশ্বরিক আইন ও (৪) মানবিক আইন।

বর্তমানে আইনের যেসব প্রয়োগ দেখা যায় তা মূলত মানবিক আইনেরই শ্রেণিবিভাগ। আধুনিককালে রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় নিম্নরূপ আইন রয়েছে-

আইনের শ্রেণি বিভাগের ছক

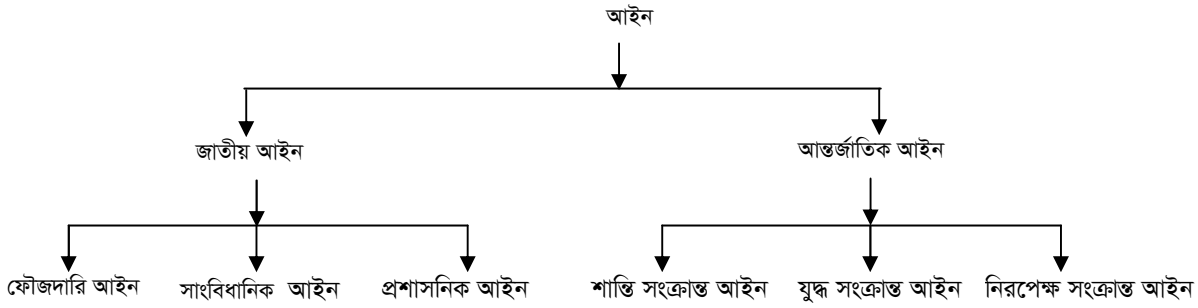

জাতীয় আইন : কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেসব আইন প্রয়োগ হয় তাই জাতীয় আইন। জাতীয় আইন সরকারি ও বেসরকারি হতে পারে। সরকারি আইন আবার তিন ধরনের। যেমন (১) ফৌজদারি আইন (২) শাসনতান্ত্রিক আইন (৩) প্রশাসনিক আইন।

আন্তর্জাতিক আইন : বিশ্বায়নের এ যুগে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ ও আন্ত:সম্পর্ক রক্ষার জন্য যেসব আইন প্রণীত হয় তাই আন্তর্জাতিক আইন। আন্তর্জাতিক আইন শান্তি সংক্রান্ত, যুদ্ধ সংক্রান্ত এবং নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত হতে পারে। জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে অনেক আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর হয়।

পরিশেষে বলা যায় আইন আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। এসব আইন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, অনুমোদিত এবং কার্যকর হয়ে থাকে। আইনের সৃষ্টি যেমন অনেক সূত্র থেকে তেমনি তা প্রয়োগের ক্ষেত্রও বিবিধ। তবে উৎস এবং প্রয়োগে ভিন্নতা থাকলেও আইন রাষ্ট্রের কল্যাণেই তৈরি এবং প্রযোজ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আইন হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের প্রণীত নিয়ম-কানুন। নানাবিধ উৎস যথা প্রথা, ধর্ম বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, বিখ্যাত পুস্তক থেকে আইন তৈরি হয়। তবে আধুনিককালে আইন পরিষদ হচ্ছে আইনের প্রধান উৎস। আইনের প্রয়োগেও বৈচিত্র রয়েছে। আইন ব্যক্তি পর্যায়ে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রয়োগ হয়। রাষ্ট্রের সাফল্য অনেকটাই সঠিকভাবে আইন প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ''আচরণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ম কানুনের প্রক্রিয়া যা সামাজিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রণীত ও বলবৎ হয়''। আইনের এ সংজ্ঞা টি কে দিয়েছে?

(ক) জে. এস মিল (খ) এইচ. কে. লাস্কি (গ) হার্বার্ট স্পেনসার (ঘ) জিওফ্রে রবার্টসন

২। সেন্ট টমাস একুইনাস আইনকে কয় ভাগে ভাগ করেছেন?

(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

পাঠ-৭.৪ সুশাসনের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তা
Necessity of Law for Good Governance

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

এই পাঠের শেষে

- সুশাসন সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন;
- সুশাসন এর উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সুশাসন, মানবাধিকার, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের সহজাত লক্ষ্য হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। কেননা একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি মানবাধিকার নিশ্চিত হয়। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র উন্নতি ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহন করতে পারে। 'সুশাসন' (Good Governance) শব্দটি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে প্রচলন করে বিশ্বব্যাংক । উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দাতাদেশগুলো নানা ধরণের নির্দেশনা প্রদান করে সুশাসনের ধারণা পেশ করা হয়।

বিশ্বব্যাংক এর মতে ''সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদের যথার্থ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা প্রয়োগের প্রকৃতিকে বুঝায়।''

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর মতে সুশাসন হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জাতীয় বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনা।

বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত বিভিন্ন গবেষণাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিম্নলিখিত আটটি উপাদানের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

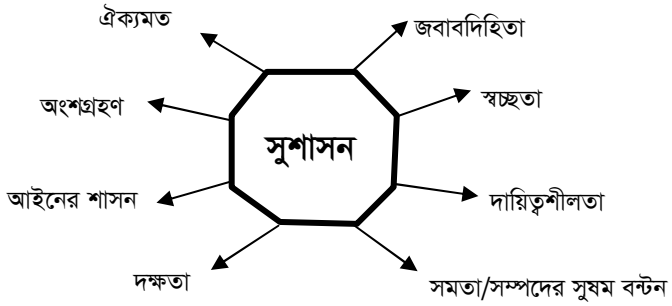

তাছাড়া বিশ্বব্যাংক ২০০০ সালে সুশাসনের চারটি স্তরের কথা বলে। যথা- (১) দায়িত্বশীলতা (২) স্বচ্ছতা (৩) আইনী কাঠামো (৪) অংশগ্রহণ।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে সুশাসন সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাতেই আইনের শাসন ও আইনী কাঠামোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনের শাসন নিম্নরূপভাবে সুশাসনের অন্যান্য উপাদান নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে-

জবাবদিহিতা : সরকারের প্রত্যেক বিভাগ ও কর্মচারিগণের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এগুলো সাধারণ কার্যবিধি এবং অন্যান্য আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করা আছে। এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে জবাবদিহিতা শিথিল হয়ে পড়ে। এর ফলে জনগণ সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত ও হয়রানির শিকার হয়। তবে বর্তমানে জনগণেরও অধিকার তৈরি হয়েছে। যেমন তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমের তথ্য জনগণ সহজেই পেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা সুযোগের সমতা : বাংলাদেশের সংবিধানসহ সকল আইনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতার কথা বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধানে নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ-২৯), পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ-৪০), সম্পত্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ-৪২), মৌলিক অধিকার বলবৎ করার মতো বিষয়গুলো ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা রয়েছে।

অংশগ্রহণ : প্রাচীন গ্রীসে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করত। আধুনিক বৃহদায়তন ও জনবহুল রাষ্ট্রে সেটি সম্ভব নয়। আধুনিক রাষ্ট্রের পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের নানা পদ্ধতি রয়েছে। তার একটি হল নির্বাচন। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াটিই আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভোটার নির্বাচন, প্রার্থী মনোনয়ন সবক্ষেত্রেই নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ খুব জরুরি। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়া ছাড়াও রাজনৈতিক কর্মসূচি, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সরকারি নীতি প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব। এসব প্রক্রিয়ায় যে কোন বাধা আইনী কাঠামো দ্বারা মোকাবেলা করা সম্ভব।

অর্থাৎ জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসনের বিকাশ নেই। এ বিষয়ে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিবের বক্তব্য স্বরণযোগ্য। তিনি বলেন- ''দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য 'সম্ভবত সুশাসনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়।'' তবে এই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী আইনী কাঠামো, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূর্বশর্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	আইনের শাসন কীভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে?

সারসংক্ষেপ

সুশাসন একটি বহুমাত্রিক ধারণা, যা শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠাণিকভাবে ধারণাটির অবতারণা করে। ঐক্যমত, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ, দক্ষতা, সম্পদের সুষম বণ্টন, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক ২০০০ সালে সুশাসনের চারটি স্তরের কথা বলেছে যার মধ্যে আইনী কাঠামো উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনী কাঠামোর উপর অত্যধিক জোর দিয়েছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ''দারিদ্র দূরীকরণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সম্ভবত সুশাসনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান '' কে বলেছেন?

(ক) জাতিসংঘ মহাসচিব (খ) বিশ্বব্যাংক প্রধান (গ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ঘ) সার্ক

শিক্ষক পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে পাঠদান করছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন, প্রত্যেকটি উন্নয়ন কাজে অনেক বরাদ্দ দেয়া হয়, কিন্তু আমরা সে অনুপাতে ভাল কাজ পাই না। কারণ এসব কার্যক্রমে প্রায়ই দুর্নীতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতার অভাব থাকে।

২। শিক্ষক মূলত উন্নয়ন কার্যক্রমে কীসের অভাবের কথা বলেছেন-

(ক) স্বচ্ছতা (খ) দক্ষতা (গ) বরাদ্দ (ঘ) সুশাসন

৩। সুশাসনের উপাদান হল-

i. স্বচ্ছতা ii. জবাবদিহিতা iii. অতিরিক্ত বরাদ্দ iv. আইনের শাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iv

পাঠ-৭.৫ বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ
Right to Information Act and its Application in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- তথ্য কমিশনের গঠন আলোচনা করতে পারবেন;
- তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তথ্য, অধিকার, সেবা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ধারা, পরামর্শ ইত্যাদি।

তথ্যের অপর নাম শক্তি। তথ্য প্রাপ্তি নাগরিকের অধিকার। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে প্রণীত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সে জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনিবার্য। জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অনেকটা তরান্বিত হতে পারে। সরকার বর্তমানে জনগণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করছে। এসব তথ্য জানা থাকলে নানা ধরনের ভোগান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। এ লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন

সরকারি সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া, সরকারি কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে। এ আইনে আটটি অধ্যায়, ১টি তফসিল ও ৩৭টি ধারা রয়েছে। এর মূল কথা হল কয়েকটি দপ্তর ব্যতীত যেকোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

তথ্য কমিশন

এ আইন প্রণয়নের ৯০ দিনের মধ্যে একটি তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়া হয়। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায়। কমিশন গঠন বিষয়ে আইনটির ১২ নং ধারায় বলা হয়েছে যে একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং ২ জন তথ্য কমিশনার নিয়ে এটি গঠিত হবে। কমিশনারদের মধ্যে অন্তত: একজন হবেন নারী।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

এই আইনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ নং ধারায় প্রত্যেকটি দপ্তর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের কার্যাবলি

তথ্য কমিশনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি রয়েছে। ধারা:১৩ অনুযায়ী তথ্য কমিশন নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করে-

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তি বিষয়ে নির্দেশনা দিবে

(খ) নাগরিকের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ, বাস্তবায়ন, পদ্ধতি ও মূল্য নির্ধারণ

(গ) দেশি-বিদেশি দলিল ও আইন পর্যালোচনা করে নাগরিকের জন্য অধিকতর তথ্য সহজলভ্য করা

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে গবেষণা করা

(ঙ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান

তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা

সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার আইন খুব কার্যকরি। এ আইন বাস্তবায়ন হলে সরকারি ক্রয় থেকে শুরু করে সেবা বিষয়ে জনগণ তদারকি করতে পারে যা যে কোন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গোপনভাবে সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব। জনগণ ইচ্ছে করলেই নানা প্রক্রিয়ায় তথ্য পেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকার যদি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তবে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং গণতন্ত্র সুসংহত হয়। তাছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকার আইনের সঠিক বাস্তবায়ন এর বিকল্প নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার সুশাসনের পথে আরো একধাপ এগিয়ে গেল। এ আইনের দ্বারা নাগরিকগণ যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত নিশ্চিত হচ্ছে। তথ্য আধিকার আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে খুব সহজেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের তফসিল কয়টি?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি

(গ) ১টি (ঘ) ৭টি

২। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের ফলে-

i. সরকারের স্বচ্ছতা বাড়ে

ii. সরকারি কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে

iii. জবাবদিহিতা বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ক্লাসে শিক্ষক বললেন আমরা সবাই একটি বৃহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা বিস্তারে স্কুল, কলেজ স্থাপন, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় হাসপাতাল নির্মাণসহ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে। যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় একদল নিয়মনীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করে। সাধারণ জনগণও নিজ নিজ আবস্থান থেকে অবদান রাখার চেষ্টা করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিষ্ঠানটিকে সমর্থন দান ও বিভিন্ন খাজনা পরিশোধ করা।

(ক) রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? ১

(খ) দ্বৈত নাগরিকত্ব কী? ২

(গ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলি বর্ণনা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য আলোচনা করুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

সেলিম, করিম, মাহবুব খুব ভালো বন্ধু। স্কুল ছুটির পর তারা একই রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে। পথে তারা খেলাধুলা, রাজনীতি-অর্থনীতি পাড়া প্রতিবেশীদের নানা কথা নিয়ে গল্প করে। দুই দিন আগে তাদের পাড়ায় জমি দখলের একটি ঘটনা ঘটে। সে ঘটনায় একটি মামলাও হয়। কিন্তু প্রভাবশালী এক লোক অন্য একজনের জমি দখল করেছে। মামলা হলেও পুলিশ তাকে আটক করছে না। এ বিষয়ে মাহবুব খুব হতাশ। আইন থাকলেও আইনের কোন প্রয়োগ হচ্ছে না। সাধারণ লোকটি স্বাধীনভাবে শান্তিতে বসবাস করার অধিকারটুকুও পাচ্ছে না। এ অবস্থা দেখে পাড়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তার পক্ষ নিয়ে আন্দোলনে নেমে আসে। সাধারণ লোকটির প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রশাসনকে চাপ দিতে থাকে। এ অবস্থায় প্রশাসন ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিয়ে আইনগতভাবে সাধারণ লোকটিকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিল। করিম এর এই মন্তব্যে সেলিম বলল আসলে আইন না থাকলে মানুষের স্বাধীনতাও থাকে না। আবার কেউ একজন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হলে অনেকের মাঝেই অস্বস্তি কাজ করে।

(ক) আইন এর তিনটি উৎস লিখুন। ১

(খ) আইনের শাসন বলতে কি বুঝায়? ২

(গ) আইনের শাসন নিশ্চিত না হলে কি সমস্যা হয়? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য প্রত্যয় তিনটির সম্পর্ক আলোচনা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২ ঃ ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩ ঃ ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৫ ঃ ১। গ ২। গ